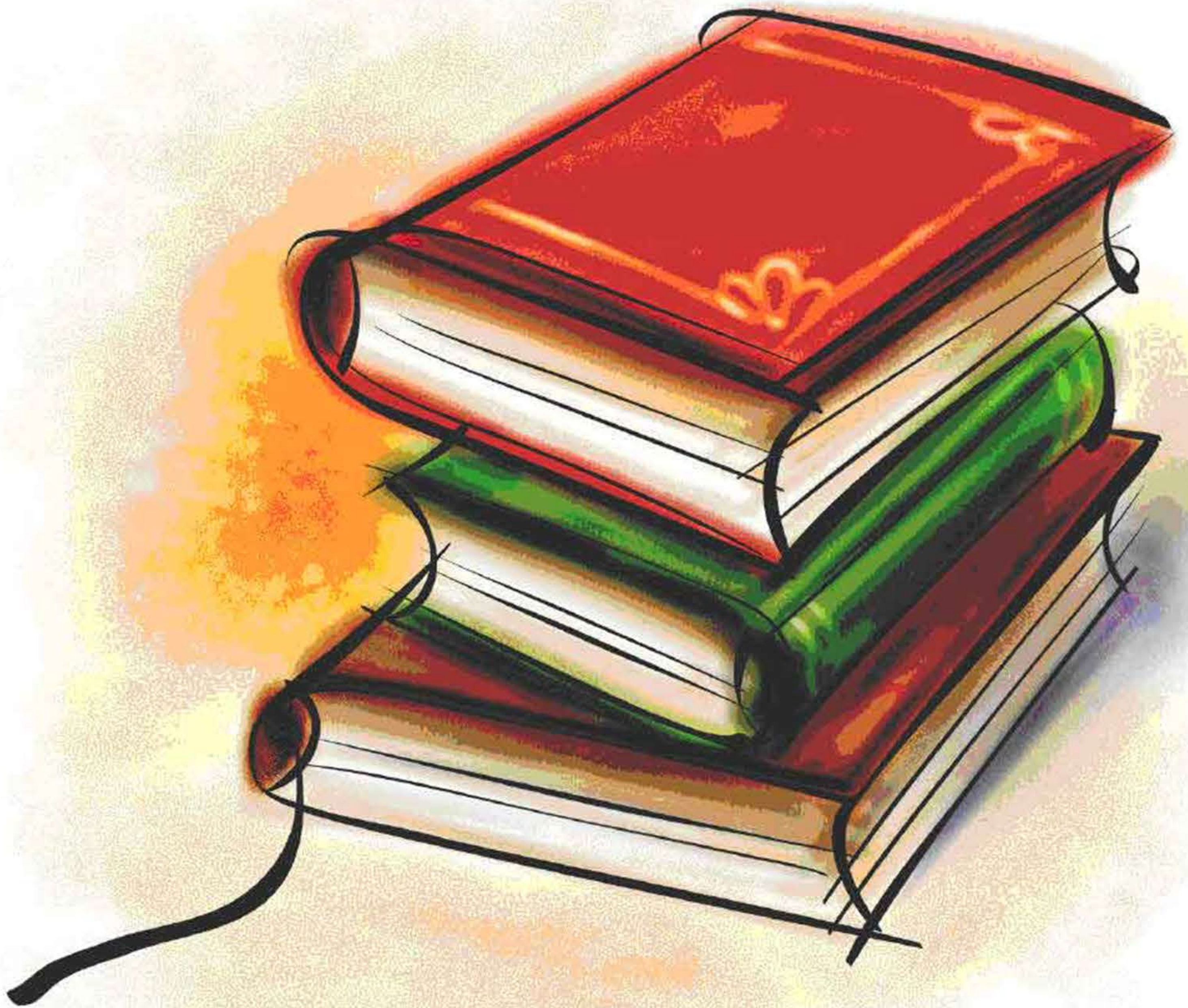


“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”



মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DME K-69)

৩য় বর্ষ

Devendranath

আগস্ট, ১৩৩৩

সারস্বত

খুলনা বি কে ইউনিয়ন স্কুলের

মুদ্রিত

১৪/১১/৩৩
— ৫৫৫৫

Principal

Khirode Chandra Sen, B A

HEAD MASTER

প্রধান সম্পাদক — যৌলবী মৈয়দ আব্দুল আলী.

সহ-সম্পাদক — শ্রী বামনচন্দ্র

□.□.

প্রাণ সংখ্যা ১০০

বার্ষিক মূল্য ১০০

মুক্ত ।

১

জগত যখন অন্ধকার
আমি তখন সাধনায় ;
জীবন যখন স্বপ্নময়
আমি তখন অর্চনায় ;
কোন চমকে মূর্ত প্রাণ
স্তুক নিখিল বিশ্বখান
বাধন হারা অসীম পথে
ছুটেছিল সে কার পানে
আবেশ মধুর মুক্তগায় ।

২

ক্রান্ত মেঘের নিবিড় ফাঁকে
কে যে ডাকে গভীর ডাকে
বিরল দেশের নীরব তানে
সুরধানা কার নেমেছিল
আমার ভাঙ্গা আড়িনার ।

৩

বৃণর কার বীণার তানে
ছুটছে প্রাণ চরণ পাণে
মুক্ত আমি, পাগল আমি
জগত ভুলে কোন্ জগতে
তারই যেন প্রেরণায় :
শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়
তৃতীয় শ্রেণী ।

আধুনিক শিক্ষা ও ছাত্র সমাজ ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি অসম্পূর্ণ বা আশানুরূপ ফলপ্রসূ না হইলেও অভি-
ভারকেরা একটি বিষয়ে একপ উদাসীন যে তৎক্ষণ আমাদেব বিদ্যালয় গুলিতে
অধ্যাপনার ফল তাদৃশ সন্তোষ জনক হইতেছে না । সেইটাই হইতেছে শিক্ষার্থীর চরিত্র ও
বিষয়ানুবাগ জ্ঞানের অভাব । ইহার জন্য শিক্ষার্থীকে দোষ দেওয়া চলে না । পাশ্চাত্য
জাতির শিক্ষাশব্দে আমাদেব স্থায় স্কুল কলেজের মাগুমী ধনণেব সাধাবণ শিক্ষা (General
education) বুঝেন না । ছেলেব শিক্ষনীয় বিষয় বিশেষের ব্যাপ্তি ও তৎপ্রতি
অনুরাগ নির্ণয়ই তাঁহাদের প্রধান বিচাৰ্য্য বিষয় । প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইলেই
তাহারা “কেরানী বা নিকনায় গ্রাজুয়েট” তৈয়ারীর কাবধানায় ছেলেদেব পাঠাইয়া দিয়া
কর্তব্য শেষ কবেন না । Bread Problem বা অন্ন সমস্ভাব সমাধানই তাহাদেব
দেশেব শিক্ষাব উদ্দেশ্য । সুতবাং সে ছাত্র সভাবজ কচি অনুসাবে যে বিষয়কে মনে
নীত করতঃ বৈধ উপায়ে উহা আয়ত্ত-চেষ্টাব নিদর্শন দেখায়, সেই বিষয় স্তম্ভবকপে
শিক্ষিবার জন্য তাহাকে যথোচিত সূযোগ ও সহায়তা দেওয়া হইয়া থাকে । সম্বন্ধী
ও সর্ব শক্তিমান পবমেস্ববেব সৃষ্টি-বৈচিত্র বিচাৰ না করিলে প্রচাবান্তরে তাঁহাই
অবমাননা ও উদ্বেগ নষ্ট করা হয় । সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানুষেব ক্রমোন্নতির
ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যাবতীয়, মনুষ্য একই উপাদানে গঠিত
হইলেও কর্মশক্তি এবং বোধশক্তি একরূপ নহে । তাই শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শ্রমলাঘবেব জন্য
প্রাচীন আর্যেরা স্বাভাবিক ব্যক্তিগত বৃত্তি-বিচাৰ না করিলেও শৈলী বিভাগ দ্বাবা
জীবন যাপনেব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । তাই আমবা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

ইত্যাদি শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখিতে পাই। অতএব ঈশ্বরের এই গুণবত্তা বা শক্তিমত্তা দানের তারতম্য সৃষ্টি একেবারে উড়াইয়া দেওয়ার বস্তু নহে।

যাহার গণিত শাস্ত্রে বিতৃষ্ণা তাহাকে জোর করিয়া উহা আয়ত্ত করাইতে চেষ্টা করা অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। বিজ্ঞানের বিচিত্র বিজয় দর্শনে যিনি উদ্বুদ্ধ তাহাকে সাহিত্যের অম্লঃসলিলা যজ্ঞনদীর ক্রীণ স্রোতের দিকে আকৃষ্ট করা অতীত কঠিন। প্রভুত্বের গবেষণা সাপেক্ষ সত্যোদ্ধার রূপ ইন্দুদণ্ডের মধুর আশ্বাদে যিনি তৃপ্ত, ভূতত্ত্বের বাস্তব আবিষ্কার-মহামূল্য মনির ঢাকচিকো তাঁহার চক্ষু নাও ঝলসাইতে পারে। প্রকৃতির চিত্তবিমোহন নগ্ন সৌন্দর্য্যকে যিনি তুলির টানে চিত্রকলায় ফুটাইয়া আশ্ব-প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, ব্যাকরণের নীরস সংজ্ঞা-সূত্র হয় ত তাঁহার সমীপে শুক গোময়ের অপেক্ষা তুচ্ছ বস্তুরূপে প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং বিষয় বিশেষের প্রতি এই যে অনুরাগ ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এই স্বভাবের ধর্ম্মকে অস্বীকার করিলে যে সকল ফল লাভ হইতে পারে তাহা আমরা বেশ ভোগ করিয়া আসিতেছি সাহিত্য-ব্যাকরণ-গণিত-ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদি বিষয় সমন্বিত বিদ্যালয় হইলেই আমরা সন্তানদিগকে তথায় পাঠাইয়া তাহাদের অধ্যয়নের চিন্তা হইতে মুক্ত হই;—ছেলে উহাদের কিছুই বুঝুক আর না বুঝুক কিংবা উহাদের কোনটী তাহার নিকট রুচিকর কি না সে চিন্তা বা বিচার আমাদের অভিভাবকদের নাই। শিক্ষার ক্ষেত্র যেন উল্লিখিত বিষয় কয়টিতেই সীমাবদ্ধ। উচ্চ শিক্ষার মূলসোপানরূপ মধ্যশিক্ষার জ্ঞান আমাদের এই খানেই শেষ। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই মাতৃকুলেশন শ্রেণী পরীক্ষা পোছাইতে পারে না। স্বভাব ও রুচি-বিরুদ্ধ বিষয় নিচয়ের শিক্ষায় আনন্দ স্থলে বিরক্তি আসিয়া তাহাদিগকে একরূপ বীতরাগ করিয়া তুলে যে পাঠ আদায়ে একটু পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইলে অতীষ্ঠ হইয়া অনেকেই স্কুল ছাড়িয়া পলায়ন বা স্কুলে যাতায়ত বন্ধ করে। একরূপ ঘটনার নিদর্শন, একটু খোঁজ করিলে অনেক স্কুলেই দুই একটা পাওয়া যাইতে পারে। আমরা সামান্য দিনের অভিজ্ঞতার ফলে এমন এমন ছাত্রের কথা জানি যাহারা সাহিত্য-গণিত ইত্যাদি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলেও কোনরূপে তাহাদের অনুসরণে পর্য্যন্ত সমর্থ হয় না। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া বা উৎসাহিত

না হইলেও স্নায় চেষ্টায় একরূপ সুন্দর সুন্দর ছবি বা চিত্র এই ছাত্রেরা অঙ্কন করিয়াছে, বিশেষ নামজাদা ছাত্রেরা একান্ত চেষ্টাতে কোনদিনই সেরূপ অঁকিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। এ অধ্যয়ন শিল্পক অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত ছাত্র বিশেষকে, স্কুলের শিক্ষণীয় বাবতীয় বিষয়ে মনোনিবেশিত রূপে অসংশোধনীয় দেখিয়া তৃপ্তিত হইলেও বিনা উপকরণ বা যন্ত্রাদিতে একরূপ চমৎকাররূপে মিত্রির কার্য্য করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছে যাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এই ছাত্রটিকে টেকনিক্যাল স্কুলে এবং পূর্বোক্তটিকে আর্ট স্কুলে পাঠাইলে তাহার যে আশাতীত উন্নতি দেখাইতে পারিত তাহা বলাই বাহুল্য। মাতৃকুলে পালন করিলে আজকাল মূল্য দশ টাকাও হয় না। কিন্তু টেকনিক্যাল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে মাসিক ৩০, ত্রিশ টাকা হইতে ৫০।৬০ টাকা রোজগার অতি আদরের সহিত এবং স্বাধীন ভাবে হইতে পারে। কিন্তু মিত্রিগিরি শিক্ষা করা যে ছোটলোকের কার্য্য! শ্রমজীবী অথবা শূদ্রেরাই এদেশে হস্তশিল্প বা সুত্রধরের কার্য্য করিয়া থাকে। যে সকল ছাত্র অল্প মেধা অথবা general line অধ্যয়ন করিলে যাহারা আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইবে না বুঝা যায়, তাহার। এই শ্রেণীর টেকনিক্যাল স্কুল বা শিল্প বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিলে অল্পসময়ের অনেকটা সমাধান হইত। দক্ষিণগিরি, বয়নবিদ্যা, সূচিকার্য্য, চিত্রবিদ্যা এবং ভাস্কর্য্য ইত্যাদিতে অল্পমেধা ছাত্রগণ, কচি অনুসারে আত্ম-নিয়োগ করিলে দেশের শিক্ষা-সমস্যা আজ অপ্রীতিকর ও জটিল প্রতীয়মান হইত না। কলিকাতায় অধ্যয়ন কালে কোরাসিন বা প্যাকিং বাক্স প্রস্তুতকারী দিগকে মাসিক ৩০, টাকা হইতে ৬০।৭০ টাকা বেতনে কার্য্য করিতে দেখিয়াছি। বিগত ১৯২২ সালে ট্রেনিং কলেজে অধ্যয়ন কালে জানিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম, যে মাস্টার মহাশয় আমাদিগকে ড্রইং শিক্ষা দিতেন, তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন একটা ছাঁপের অধিকারী না হইলেও মাত্র চিত্র বিদ্যার কৃতিত্বে মাসিক ৮।৯ আট নয় শত টাকা উপার্জন করেন। বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক স্টেট্‌স-ম্যান পত্রিকায় ছবির ব্লক করিবার জন্য ঐ আফিসে মাসিক ৪৫০, সাড়ে চারিশত এবং ট্রেনিং কলেজে, ৪টার পর সপ্তাহে ৯০ মিনিট কার্য্যের জন্য মাসিক ৯০ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত গৃহে বাসিয়া অবসর সময়ে যে সকল ছবি

রক তিনি প্রস্তুত করেন তাহার আর ও মাসিক প্রায় ৩৪ শত টাকা এই আর্টিস্ট মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া ও তাঁহার ভদ্র ব্যবহার উপলব্ধি করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে তথা কথিত বি. এ, এম. এ. অপেক্ষা তিনি কোনও অংশেই অশিক্ষিত বা অমার্জিত নহেন। অতএব, তাব প্রথম শিক্ষাই হউক আর কার্যকারী শিক্ষাই হউক পূর্ণ ও উপযুক্তরূপে প্রদত্ত হইলে শিক্ষাগণ তদ্বারাই মাধুষ হইতে পারে।

শ্রমের মর্যাদা (dignity of labour) জ্ঞান যে দেশে নাই সে দেশের অধিবাসীরা কখনই বড় হইতে পারে না। “আমি বড় অমুখ ছোট” পেনা অর্থৎ calling-এর হিসাবে এইরূপ ভেদনীতি যেখানে বিদ্যমান সেখানে প্রাণে প্রাণে মিল অসম্ভব। সুতরাং স্বার্থপরতার হীনবৃত্তি সকল প্রকার উন্নতি পথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। যে সকল সুশিক্ষিত ও সুসভ্য দেশের শ্রমে মর্যাদাজ্ঞান আছে তত্তৎস্থানের অধিবাসীরা গুণানুসারে সকলেই রাজ্যসন অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। ইউনাইটেড্ স্টেট্‌স্‌এর জনৈক সূত্রধর ভ্রাতা প্রেসিডেন্টের জন্ত একখানি আসন প্রস্তুত কালে বিশেষ মনোযোগ ও একাগ্রতা প্রদর্শন করায় তাহার কোন বন্ধু বিজ্ঞপচ্ছলে বলিয়াছিলেন, “তুমি যে রূপ শ্রম সহকারে আসনখানি প্রস্তুত করিতেছ তাহাতে বোধ হয়, তুমি নিজেই উহাতে বসিবে,” উহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সেই সূত্রধর গম্ভীরভাবে উত্তর করিয়াছিল, “ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকিলে তাহা বিশেষ অসম্ভব ও বোধ করি না”। বস্তুতঃ সেই সূত্রধরই উহার কিছুকাল পরে ইউনাইটেড্ স্টেট্‌স্‌এর প্রেসিডেন্টের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

রেলওয়ের ডাইভার্সী কার্য্যে এত মোটা বেতন যে তদ্বারা অনেক যাত্ৰীরা ইচ্ছাশূন্য প্রতিপালিত হইতেছে, বাঙ্গালীরা ভ্রাতালোক(?)— উজ্জ্বল চালকের যথিত কার্য্য করা তাহাদের মানায় না। তাই আমরা উকিলের মন্তরীগিরি করতঃ জুয়া-চুরী এবং বড়বাবুর পদলেহন পূর্ব্বক কেরণীগিরি দ্বারা জীবনাতিপাত করি এবং সম্মান দিগকেও সেই সকলের অনুকরণে গড়িয়া তুলিতেছি। মশা ভজুগের দেশ, হে নন্দ ! তোমার মুখ আরও উজ্জ্বল হউক !

সৈয়দ আহম্মদ আলী এল, টি।

এমনি করে উধাও হয়ে

১

সাবাটি দিন এমনি করে
নসে আছি অসীম চেয়ে
অসীম আমার প্রাণের সুরে
আকাশযোড়া গানটি গেয়ে ।

২

উদাস মনে ভাবছি কারে
ভাসি অসীম ভাব লহরে
জগজ্জাড়া প্রাণের টানে
এমনি করে উধাও হয়ে ৭

৩

সাজেন মলিন আঁধার পব
ককণ মধুর হাসিটি কা'র
যাচ্ছে ধীরে উড়লে লুটে
ও কলে ওই সাগর বয়ে ৭

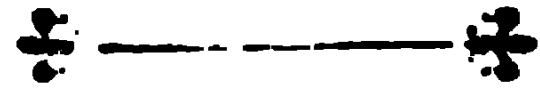
৪

মন্দানিল মোহাগ ভরে
মধুর কার গানের সুরে
বাজি আমার হৃদয় বাঁণে
উঠছে সারা আকাশ ছেয়ে ৭

৫

কে অদরে এমন সাজে ৭
দাড়াও নীরব হৃদয় মাঝে
প্রাণে প্রাণে মিশে যাউক
সব বাসনা শুক হয়ে ।
শ্রীরাঙ্গকৃষ্ণ রায় তৃতীয় শ্রেণী

আদিম ইতিহাস ।



(স্মৃতিতত্ত্ব)

আদি পুরুষ হজরত আদম (আলা)

আদিতে এক আল্লাহ-তায়ালার ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আল্লাহ-তায়ালার বলিলেন--‘কুন’ (হউক) তাহাতেই এক অপূর্ণ ‘জ্যোতিঃ’ সৃষ্ট হইল। পরে তিনি সেই জ্যোতিঃ দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ দিয়া হজরত মহম্মদ (সঃ)’র ‘রুহ’ (আত্মা) এবং অপর নয় ভাগ দিয়া সমস্ত ‘কুল-আলম’ চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, বায়ু এবং অন্যান্য সবই সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তিনি ‘জেন’দিগকে সৃষ্টি করিয়া পৃথিবী পূর্ণ করিলেন। কিছুদিন পরে জেন সম্প্রদায় পরস্পর বিরোধী হইয়া আল্লাহ-তায়ালার আদেশ অমান্য করিয়া নানাবিধ অশান্তি ও ত্যাগাচরণ করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ-তায়ালার উক্ত অবাধ্য জেন-বংশ নষ্ট করিয়া মনুষ্য সৃষ্টির উচ্ছ্রা করিলেন।

আল্লাহ তায়ালার আদেশানুসারে ফেরেস্টাগণ (স্বর্গীয় দূতগণ) যুদ্ধিকা, জল, বায়ু ও অগ্নি সংযোগে একটি সুন্দর প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করিলেন। পরে আল্লাহ তায়ালার তাহাতে জীবন দান করিয়া তাহাকে সচল ও জ্ঞানবান করিলেন এবং তাঁহার নাম রাখিলেন ‘আদম’। অতঃপর তাঁহাকে একটি মনোহর উদ্ভানের মতো রাখিলেন। সেই পবিত্র মনোহর উদ্ভানের নাম ‘জান্নাতুল-আদন’।

দীর্ঘকাল একাকী একস্থানে অবস্থান করা অতিশয় কষ্টের কথা কারণ বলা কহিবার সঙ্গী না, থাকিলে মন অতি চঞ্চল হয়। সুতরাং আদি পুরুষ হজরত আদম (আলা)’র মন ক্ষুধিহীন ও সর্বদা চিন্তাযুক্ত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া আল্লাহ তায়ালার আদম (আলা)কে নিদ্রিত করিয়া তাঁহার নাম পাঁজর হইতে একখানি ছাড় দাড়ির করাইয়া

তদ্বারা একটী সুন্দরী স্ত্রীলোকের সৃষ্টি করতঃ তাঁহার নাম রাখিলেন ‘বিবি হাওয়া’ । পরে দুইজনকে বিবাহ দিয়া উভয়ের অন্তরে প্রেম ও ভক্তি দিয়া ঐ বাগানে রাখিয়া দিলেন ।

‘আল্লাহ’ তা’লা ‘আদম’ ও ‘হাওয়া’কে আদম উদ্ভানের সর্বাধিকারী ও সর্ববিষয় স্বাধীনতা দিয়া একটা নির্দিষ্ট বৃক্ষের নিকট যাইতে ও উহার ফল খাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন, বলিলেন—

“শুনহে আদম এক আদেশ আমার ।
উদ্ভানের যত কিছু তব অধিকার ॥
কিন্তু এক বৃক্ষ আছে অমুক স্থানেতে ।
কভু না মাইবে তার কাছে কোন মতে ॥
অথবা তাহার ফল কভু না খাইবে
আমার নিষেধ ইহা মনেতে রাখিবে ॥”

আদি পুরুষ হজরত আদম (আলা) কখনও সেইদিকে যাইতেন না । একদিন পাপমতি ‘সয়তান’ ‘বিবি হাওয়া’র নিকট গিয়া কহিল । অমুক স্থানে যে বৃক্ষটা আছে, তাহার ফল অতিশয় সুমিষ্ট, উহার জ্বায় মধুরাস্বাদ ফল এ বাগানে অন্যটী নাই । অধিকন্তু ইহা ভক্ষণ করিলে মনুষ্যের দিব্য-জ্ঞান-লাভ হয় ।

বিবি হাওয়া ইতিপূর্বে কখনও সর্প দেখেন নাই । সুতরাং আশ্চর্য্য হইয়া তাহার কথা শুনিয়া আস্তে আস্তে সেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ফলের রঙে রূপে ও গন্ধে মুগ্ধ হইয়া লোভ সংবরণ করিতে না পারায় উহার ফল ছিড়িলেন, নিকটে কিছু খাইলেন আর আদম (আলা)’র জন্ত কিছু লইয়া গেলেন । আদম (আলা) ঐ ফল দেখিয়া আল্লাহ তা’লার নিষেধ বাক্য স্মরণ করিলেন, কিন্তু করিলে কি হইবে—স্ত্রী বাধাতা বশতঃ অনেকই অনেক অবৈধ কার্য্যে সম্মত হইয়া থাকেন, তাই বুলি, হজরত আদম (আলা) সেই নীতির অন্তর্গত করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত ফল খাইতে বাধ্য হইলেন । একদা সময় দৈববাণী তাঁহার মোহ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দিল ।

“কেন আদম না শুনিলে নিষেধ আমার ।
আর না পাইলে জ্ঞান বেহেস্ত মানার ॥

যাও যাও পৃথিবীতে কর দুঃখ ভোগ ।

পরিশ্রম, জ্বা, মৃত্যু, শোক, তাপ, রোগ ॥

নজ্ব বংশ হ'বে তব সংসার মধোতে ।

যাও, যাও, যাও শীঘ্র না থাক বেহেশ্তে ॥”

ইজরত আদম (আলা) প্রথমে যাইতে স্বীকার করেন নাই । কিন্তু কিছুক্ষণ মধো—আজারের ফলে—ভাতার মলমূত্র তাগের আবশ্যক হইল । কিন্তু বেহেশ্ত কোন নাপাকী (অপবিত্র জ্বা) তাগ নিষেধ । কাজেই আল্লাহ' তালার আদেশে ফেরেস্টাগণ তাকে সিংহলে ও ‘নিবি হাওয়া’কে জিহ্বায় কেলিয়া দিলেন । এইরূপে বেহেশ্তের চির সুখ শান্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া নয়নের মণি পরম প্রিয়তমা পত্নীর সহিত নিচ্ছেদ ঘটিয়া আদম (আলা) দেশ দেশান্তরে, পর্বতে, বিজনে, প্রান্তরে সজল নয়নে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে ৪০ বৎসর পরে ফেরেস্টাদের যত্নে পুনঃ স্বীয় পত্নীর সহিত মিলিত হইলেন ও সর্বদা উক্ত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ও পৃথিবীতে নানারূপ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন । ক্রমে ভাতাদের অনেক সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহণ করিল । ভাতাদিগের দ্বারা ক্রমশঃ লোক বৃদ্ধি হইতে হইতে নানাভাতি ও ধর্ম্মের উৎপত্তি হইতে লাগিল, বহুভাতি ও ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া লোকে সত্য ধর্ম্ম লষ্ট হইয়া সৃষ্টি কৃত্তাকে ভুলিয়া প্রস্তুত, প্রতিমা পূজা করিতে আরম্ভ করিল, তখন আল্লাহ তা'লা ক্রমে ক্রমে এক লক্ষ চব্বিশ ভাজার পয়গম্বন (ধর্ম্ম পথ প্রদর্শক) পাঠাইলেন, অবশেষে স্বীয় দোস্ত ইজরত মহম্মদ (সলঃ)কে আরবের মক্কা নগরে আবহুল্লার ঔরসে আয়েনা খাতুনা উদরে সৃষ্টি করিয়া ভূমিষ্ঠ করিলেন, পরে তাকে সত্য ধর্ম্ম ইসলাম উদ্ধার কর্ত্তে পবিত্র স্বর্গীয় গ্রন্থ ‘কোরাণ’ দিয়া তামাদেন মুক্তির উপায় করিয়া দিলেন ।

আজির উদ্দিন আতম্মদ ।

২য় অংশী ।



আত্মহারা ।

(১)

যে দিন তোমার ভুলেছিলে তান
 সুনীল গগন হ'তে,
সে দিন বিশ্ব ভুবেছিল কার
 ভাবের গভীর স্রোতে ?
সে দিন তোমার আকাশ গাহিল
সে দিন তোমার বাতাস বহিল
 সে দিন নীরব বিশ্ব লুটিল
 তোমার চরণ পাতে ।

(২)

যে দিন তোমার নীরব ডাক
 পশিল অযুত প্রাণে
যে দিন তোমার স্মরনে বিশ্ব
 জাগালে করুণ টানে,
সবাই ছুটিল প্রাণের গানে
মুগ্ধ তোমার বীণার পানে
সে দিন—আমিই কেবল ডাকের দূরে
 গভীর আধার রাতে ।

(৩)

সে দিন আমি ঘুমিয়েছিলাম
 ঘুমের স্বপন নিয়ে ;
সে দিন আমি মুগ্ধ কেবল
 আপন গানটি গেয়ে ;

তোমার ডাক শুন্তে পায়নি
 তোমার গানে পরাণ জাগেনি
 সে দিন আমি অনেক দূরে
 অনেক খেলায় মেতে ।
 আজকে চায় এ ছিন্ন বীণায়
 গাইতে কি এক গান,
 তোমার সুরের একটু দিয়ে
 পূরাও তাহার তান ।
 আজকে সারা জগত ভুলে
 লোটাউ গেন অকুল কূলে
 লওহে তোমার পরশ দিয়ে
 আমায় তোমার সাথে ।
 রাজকৃষ্ণ রায়
 তৃতীয় শ্রোণী ।

পরের ছেলে ।

(১)

তার নামটি ছিল যত্ন । সে ৪ বৎসর বয়সের সময় মাতা-পিতৃহীন হ'য়ে অকুল সাগরে ভাসতে লাগল । এমন সময় এক ভদ্র ঘরের বৃদ্ধ বিধবা ছেলেটির দুর্দশা দেখে তাকে নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেন । তার অবস্থা খুব ভাল ছিল না । তবে, তাদের দু'জনার খাবার বৎসরে ক্ষেত্র হ'তে যে খান পাইত তাহাতেই একপ্রকার চলিত । ক্রমে ক্রমে যত্ন ৮ বৎসরে পড়ল, তখন যত্নকে বিধবা গ্রাম্য-স্কুলে ভর্তি করে দিলেন । গুরু মহাশয়কে তিনি বলিয়া ছিলেন যে যত্নকে যেন বেশী রকম মার ধর না করা হয় । যত্ন ১০ বৎসরেই প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ প্রভৃতি সমাপন করিয়া পাঠমঞ্জরী ও ফার্স্ট বুক

পড়িতে লাগিল। ক্রমে ১২ বৎসরে সে গ্রামা শুল হইতে সন্ধানের সহিত পাশ করিল এবং ৪ টাকা বৃত্তি পাইল। বিধবা তখন বড়ই বিপদে পড়িলেন। একবার ভাবিলেন পরের ছেলেকে আনিয়াই যত গোলমালে পড়িয়াছি, আর একবার ভাবিলেন যত্ন যখন কেহই নাই, তখন উহাকে আমারই মানুষ করিতে হইবে। পাড়ার রসিক চক্রবর্তী ত কলিকাতায়ই চাকুরী করে, সেও ত সম্পর্কে আমার কাকা হয় তাকে একবার বলিয়াই দেখি না! যদি নিতে চায় তবে বুঝিব যে যত্নর কপালে সুখ আছে। এই ভাবিয়া পরদিন ভোর বেলায় বিধবা রসিক কাকার বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন। রসিক বাবুকে সব খুলিয়া বলাতে তিনি বলিলেন “তুই আজই যত্নকে নিয়ে আসিস! ছুটো খাবে তাতে আর কি আমার জগা মনাও যেমন যত্নও আমার কাছে তেমন।” বৃদ্ধা বাড়ীতে আসিয়া যত্নকে কোলের কাছে বসাইয়া বলিলেন “যত্ন তুই ত কাল তোর রসিক দাদার সহিত কলিকাতায় পড়িতে যাইবি, তোর আমার ছেড়ে কষ্ট হ’বে না ত? যত্ন নীচ শ্রেণীতে তখন পড়িত তখন কলিকাতা নগরীর কষ্টক নিবরণ ভূগোলে পড়িয়াছিল। তাই প্রথমে তার খুবই আনন্দ হইয়াছিল কিন্তু যখন তাহার এই স্নেহাধার মাতাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তখন তাহার সব আনন্দ কোথায় যেন ভাসিয়া গেল। কিন্তু তবুও তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইল। সেখান হইতে প্রত্যেক ছুটিতেই যত্ন বাড়ীতে আসিতে লাগিল। এইরূপে দীর্ঘ চারটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। এবার যত্ন এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবে। শুলের সকলেই ভাবিয়াছিল যে যত্ন নিশ্চয়ই এবার ১ম স্থান অধিকার করিবে! যত্নর পরীক্ষা সুসম্পন্ন হইল। যত্ন বাড়ীতে চলিয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে গেজেট বাহির হইল। সকলেই বিস্ময়ে দেখিল যত্ন ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে। গ্রামবাসী সবাই এই আনন্দ সংবাদ বৃদ্ধাকে দিতে উদ্বিগ্ন হইল। অচিরেই বৃদ্ধা সেই আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন এবং হরিষে বিপদ উপস্থিত। বৃদ্ধা সংবাদ পাইয়া দুই এক ফোটা অশ্রুবারি নিক্ষেপ করিল। বোধ হয় যত্নর পিতামাতার কথা মনে হওয়াতে দুই এক বিন্দু বিধবার চক্ষু হইতে নির্গত হইয়াছিল। বৃদ্ধা রাত্ৰিকালে যত্নকে কোলের কাছে লইয়া শয়ন করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই পোড়া চক্ষে আর ঘুম আসে না। কেবল কাঁপিয়া কাঁপিয়া থাকিয়া থাকিয়া যত্নর পিতামাতার কথা মনে পড়িতে লাগিল।

দীর্ঘ আটটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এখন যত্নাথ হাইকোর্টের একজন নাম-জাদা উকিল যত্নাথও বৃদ্ধকে তাহার বাসায় আনিয়াছে এবং ভদ্রাসন বাড়ীতে দালান দিতে আরম্ভ করিয়াছে। গ্রামের সবাই ভাবে যত্নও বাপ ঠাকুরদাদারা যাহা করিতে পারেন নাই, আজ তাদের বংশের তিলক যত্ন তাঁহাদের মুখোজ্জ্বল করিতে বসিয়াছে। এ দিকে যত্নদের গ্রামের জমিদার পরেশবাবু যত্ন সহিত তাঁহার একমাত্র আদরে লালিতা পালিতা ছুহিতা স্বর্ণময়ীর বিবাহ দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বৃদ্ধার নিকটে পরেশ বাবুর দেওয়ান যতীন বাবু যত্ন সহিত স্বর্ণের বিবাহের কথা পাড়িলেন বৃদ্ধা বলিলেন “যতীন বাবু, যত্নও আজকাল একটু বুদ্ধি শুদ্ধি হয়েছে এবং রসিক কাকাও আছেন ; তাদের ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা। বৃদ্ধা যথাসময়ে যত্ন বিবাহের কথা রসিক কাকার কর্ণ গোচর করিলেন। রসিক বাবু বলিলেন “দেখ, পরেশ বাবু গ্রামের জমিদার এবং তাঁর একমাত্র কন্যা ; যত্ন যদি বিবাহ করে, তবে গ্রামের ভিতর একজন অভিভাবক থাকিবে এবং পরেশ বাবুর পরোলোকান্তে এই তাঁর জমিদারীর মালিক হইবে। শীঘ্রই যত্ন মত নিয়ে পরেশ বাবুর নিকট পত্র লিখে দে।” যত্নাথ আক্ষিপ্ত হইতে ফিরিতেই বৃদ্ধা তাঁর বিবাহ সম্বন্ধে কথা পাড়িলেন এবং মনোনীত উত্তর পাইয়া তখনই একখানি পত্র লিখিয়া পরেশ বাবুর নামে পাঠাইলেন। কিছুদিন পরে পরেশ বাবু স্বয়ং আত্মীয় স্বজনের সহিত আসিয়া ছেলেকে আশীর্বাদ এবং পাকা দেথা করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন।

দর্শকাল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্ধকার রাতি। যেন পুণিনী মসীদারা লেপিত হইয়াছে। আজ স্বর্ণের বিবাহ। পরেশ বাবুর বাড়ীর চারিদিকে আলোক মালায় বিভূষিত হইয়া যেন প্রাকৃতিক অন্ধকারকে কৃত্রিম জ্যোৎস্নায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। গ্রামের লোক, আত্মীয় কুটুম্ব এক এক করিয়া আসিতেছে এবং পরিত্রায মত আহার করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ক্রমে রাত্রি নয়টা বাজিল। এমন সময় যতীন বাবু যত্নাথকে লইয়া আসিলেন। বাড়ীতে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।

ক্রমে লগ্ন উপস্থিত হইল। যত্ন নাথের সহিত স্বর্ণের বিবাহ হইয়া গেল। এইরূপে বাসী বিবাহ হইয়া গেলে, যত্ননাথ স্বর্ণকে লইয়া বৃদ্ধার বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং সেখানেই কুলসজ্জা হইয়া গেল। গ্রামবাসী সবাই আনন্দে মগ্ন, শুধু বৃদ্ধা এই দম্পতি মৃগলকে দেগিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

* * * * *

সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। স্বর্ণের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হইয়াছে। যত্ননাথ কলিকাতায় একটি সুন্দর বাড়ী খরিদ করিয়াছে। তাহাতেই সবাই থাকে। কেবল বৃদ্ধা থাকেন না। তাহার কারণ তিনি স্বামীর ভিটা পরিত্যাগ করিয়া মুখ ভোগ করিতে চাহেন না। বৃদ্ধার জন্য মাসে মাসে ১০০ টাকা যত্ন পাঠাইতেছে। ছুটি হইলেই স্ত্রীকল্যাণসহ যত্ন বাড়ীতে ছুটিয়া আসে এবং বৃদ্ধার চরণতলে পড়িয়া কতকটা শাস্তি লাভ করে। এইরূপে তাহাদের সংসার সুখেই চলিতে লাগিল। ইঠাৎ বজ্রের আঘাত, গ্রাম হইতে একখানি তার আসিল। যত্ননাথের তার খুলিতে অন্য কাঁপিয়া উঠিল। দেগিল “তাহার পিতৃতুলা অশুর মহাশয় নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত।” যত্ন তৎক্ষণাৎ একজন বড় ডাক্তার সঙ্গে লইয়া অশুর বাড়ী চলিয়া আসিলেন। স্বর্ণকেও আনিতে ভুলেন নাই। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ডাক্তারকে লইয়া অশুর মহাশয়ের কক্ষে গমন করিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন। যত্ননাথ ডাক্তারকে রোগের কথা জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন “যত্ন বাবু, রোগ শেষ সীমাতে দাঁড়িয়েছে, আগামী কল্যা ভোরেই মারা যাইবেন।” যত্ননাথ ইহা শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এখন কি করি; কেমন করিয়াই বা স্বর্ণকে এই হৃদয় বিদারক-কথা বলি। যত্ননাথ ডাক্তারকে ছাড়িলেন না। ডাক্তার ও যত্ন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিল। ভোরের বেলায় অবস্থা বড়ই খারাপ হইল। পরেশ বাবুর তখনও জ্ঞান ছিল। তিনি বলিলেন “বাবা যত্ন, স্বর্ণকে একবার ডাকত।” যত্ননাথ চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্বর্ণকে লইয়া আসিল। স্বর্ণ বাবার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে পরেশ বাবু যত্ননাথকে বলিলেন “যত্ন স্বর্ণকে আমার কাছে আন।” স্বর্ণ কাছে আসিলে তিনি পুনরায় যত্নকে বলিলেন “যত্ন, আমার আদরিণী স্বর্ণ রহিল। তুমিই ওর সর্বসময় কর্তা

তুমিই ওকে যত্নে রেখ । বিষয় আশয় রহিল সবই তোমার । সৎপথে থাকিয়া কীৰ্ত্তি অর্জন করিও ।” এইরূপে বেলা ৭টা বাজিল, পরেশ বাবুর অন্তিম শয্যা উপস্থিত হইল । তখন সকলেই ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাহির করিল । ৮টার ভিতরেই প্রায় সব লোক একত্র হইল এবং পরেশ বাবুর মৃতদেহ লইয়া শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিল । বেলা ১২টার মধ্যেই সব শেষ হইল ! যত্নর হৃদয় আজ গভীর শোকে সমাচ্ছন্ন । আজ আর তাহার কোথায়ও ভাল লাগিতেছিল না । তাই পরেশ বাবুর ফুল বাগিচার মধ্যে বিশ্রাম লাভের জন্য আসিয়া বসিয়াছিল এবং নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছিল । এমন সময় বাগিচার পার্শ্ব দিয়া একটি ক্রাথাল বালক তাহার মধুর কণ্ঠের সুখা বিতরণ করিতে করিতে গাহিয়া গেল—

“এ ভবে কেউ কার নয় রে,

আপন নুনে চল এই বেলা” ।

শ্রী প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

তৃতীয় শ্রেণী ।

শিক্ষার্থী ।

এই নানা বাধা বিঘ্নসঙ্কুল সংসারে কিরূপে জীবিকার্জন করিতে হইবে বা কিরূপে অর্থ উপার্জন করিতে হইবে এরূপ কোন বিষয় শিক্ষা করিয়া কেহ কখনও জন্মগতন করে না । জন্মকালে মনুষ্যের নিকট এই সকল সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট থাকে । শিশু তাহার বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অভাব মোচনের নিমিত্ত যত্ন তৎপর হয় এবং বহুবিধ নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করে ।

এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে কোটি কোটি মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিতেছেন সুতরাং যদি কোন এক ব্যক্তি কোন উপায় শিক্ষা করেন তাহাদ্বারা পৃথিবীবাসী মানবীয় লোকের অভাব দূরীভূত হয় না, কারণ মানব যতই আত্মশক্তিতে অহঙ্কৃত হউক না কেন তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ও অত্যল্প । সুতরাং এক ব্যক্তি কেবল আপনার ক্ষমতার উপর

নির্ভর করিয়া। যদি মানবমণ্ডলীর অভাব দূরীকরণার্থে কৃত্যত্ব হয়েন তবে তাহা বাতুলতা নাভীত আর কিছুই নহে।

স্ব স্ব জীবিকার্জন বা অভাবদূরীকরণার্থে সমর্থ বাক্তি মাত্রেই উপায় জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। পরম মঙ্গলময় পরম পিতা জগদীশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকেই সমান জ্ঞান, সমান শক্তি ও সমান গুণ প্রদান করিয়াছেন কিন্তু ঐ গুণাবলী এবং শক্তি সমূহ অদৃশ্যভাবে মানব দেহে অবস্থিতি করে। মনুষ্য অধ্যয়ন দ্বারা আপন হৃদয়-কন্দর-নিহিত শক্তি সমূহের উন্মেষ সাধন করে এবং জগতপিতার প্রদত্ত গুণাবলীর সদ্যবহার দ্বারা উজ্জ্বলতর করিয়া আপন ক্ষুদ্রবুদ্ধি পরিমার্জিত করিতে পারে এবং যে সকল পুস্তক অনন্তজ্ঞান রাশি পূর্ণ, মহাপুরুষগণের জ্ঞানের সাধাংশ তাহা পাঠ করিয়া স্বয়ং সেই অমূল্য জ্ঞান লাভ করে। এবং তাহাদের প্রদর্শিত পথে গমন করিয়া মানব এই বাত্যা বিতাড়িত উদ্ভাল তরঙ্গ মালা সঙ্কুল সংসার সমুদ্র বিনা ক্লেণে জীবন তরী পরিচালিত করিতে পারে এবং তাহার কত অতীত বিষয় জ্ঞাত হইয়া কুরুক্ষের বিরূপ বিষময় পরিণাম এবং সুকর্ষের বিরূপ আনন্দ ও সুখপ্রদানকারী পরিণাম তাহা জ্ঞাত হইয়া আপাত রগা বিষয়ে প্রলুব্ধ হয়েন না, সর্বদা সুপথে থাকিয়া আপন কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন, সুতরাং তাহার সুখী হইতে পারে না। আপন কর্তব্য না করিলে পরিণামে যে অনুতাপ উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে সেই অনুতাপ অনলে দগ্ধ হইতে হয় না। তাহার স্বকর্ম সাধন জনিত আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

এই বিশাল পৃথিবীতে শিক্ষার্থীর শিক্ষনীয় বহু বিষয় আছে। যে যাহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে সে তাহাই শিক্ষা করিতে পারে। কেহ বিদ্যাভ্যাস করিতে ভালবাসে, কেহ কেবল চিত্রাঙ্কন করিতে ভালবাসে, কেহ চৌর্য্যবৃত্তি কেহ বা দস্যু-বৃত্তি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে। ইহাদের যে কোন বিষয়ে সুদক্ষ ও অমিতপ্রসার লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে রীতিমত শিক্ষা করা উচিত। বিরূপে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে হয়, গুরুজনদিগের প্রতি বিরূপ সম্মান বা ভক্তি প্রদর্শন করিতে হয়, সংসারে বিরূপে চলিলে উন্নতি হয়, বিরূপে চলিলে অবনতি হয়—এই সকল বিষয়

অতি যত্নের সহিত শিক্ষা করিতে হয়। বিরূপে চরিত্র গঠন করিতে হয়, বিরূপে কু অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হয়, বিরূপে সকলের মনস্তৃষ্টি সাধন করিতে হয় ইহা অশ্রের নিকট হইতে দর্শন করিয়া বা উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। বিরূপ করিলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ, মাৎস্যর্য প্রভৃতি প্রবল রিপুগণ মনুষ্যের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না-তাহা জ্ঞানীগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হয়। কৃষি শিল্প ও অশ্বাশু আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয় তাহাও অপরের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হয়। মনুষ্যের এই অত্যন্ত পরিমিত ও অনিশ্চিত জীবনকালের মধ্যে তাহাকে এই সকল বিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে হইবে। মনুষ্যদেহ বাধি মন্দির এবং এই সংসার সুখ-দুঃখের লীলাক্ষেত্র এবং শত শত বিষ বিপত্তি মনুষ্যকে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হইতে বলে। সুতরাং মনুষ্যকে অতি সত্বর আপন কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে হইবে, কারণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ প্রকৃত কর্ম করিয়া মনুষ্যনামে অভিহিত হইতে না পারেন তাহা হইলে তাহাতে ও পশুতে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না; যেহেতু সে পশুর স্থায় কেবল আপন উদর পূর্ণ করে এবং ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া ইহলোকে চিরদুঃখে কালান্তিপাত করে এবং পরকালে যে তাহার কি ভীষণ দুর্গতি হয় তাহা আমরা অনুমানও করিতে পারি না।

যদি পৃথিবীর প্রত্যেক লোকই ঐরূপ হয় তবে মর্ত্যে কে নন্দন কাননের শান্তিবারি আনয়ন করিবে? তবে কালিদাসের শকুন্তলা ভবভূতির উত্তররাগ চরিত বাণের কাদম্বরী ভারবির কিরাতার্জুনীয় প্রভৃতি কাব্যের ভাব গ্রহণ করিয়া কে হৃদয়ে স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিবে? কে তবে মহাভারত পাঠ করিয়া আলোক-সামান্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রচনা চাতুর্য্যে বিমোহিত হইবে? মহাকবি বাঙ্গালীকি রসগয়ী কবিতা কাহারই বা কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিবে? মিল্টন বা সেক্সপিয়রের কবিতা পাঠ করিয়া কেইবা ভাবের তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইবে? হোমারের শ্রুতিসুখ প্রদায়িনী কবিতাই বা কাহার নিকট প্রাচীন গ্রীসদিগের অবস্থা বর্ণনা করবে? দরিয়েজের দুঃখ দেখিয়া,—শোকাতের শোক দেখিয়া কারই বা হৃদয় কাঁদিয়া উঠিবে? কেইবা স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্ম ভূমির দুঃখ দেখিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিবার

জগৎ স্বদেশবাসিদিগকে স্বজাতি প্রেম ও স্বদেশ বাৎসল্যে শিক্ষা দিক্কিত করিবে ?

কোন বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে তাহা একরূপ ভাবে শিক্ষা করা উচিত যেন পুনর্বার উহা শিক্ষা করিতে না হয় কারণ—এক বিষয় শিক্ষার জন্য বহু সময় ব্যয়িত হইলে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং সকল বিষয় শিক্ষার সময়েই শিক্ষার্থীর মনঃসংযোগ করিতে হইবে। এক বিষয় শিক্ষা কালে অন্য বিষয়ে মন থাকিলে কোন বিষয় শিক্ষা হইবে না। সকল জাতিরই ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন কোন মহাপুরুষ কোন কার্য করিয়া এই মরুজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন ও তখন তিনি মনঃসংযোগ এবং আপন উদ্দেশ্যের সহিত মনের মিলন করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এখনও আমরা দেখিতে পাই যে, যে শিক্ষার্থী আমাদের কোন উন্নতি সাধন করিয়াছেন ও করিতে চেষ্টা করিতেছেন তিনি অত্যন্ত সংযোগী ও একাগ্রচিত্ত। আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানিতে পাই যে, কোন হিন্দু ছাত্র যখন বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিতেন তখন তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন। তজ্জগুই তাহার। দুর্নৈশাধ্য সংস্কৃত শাস্ত্রের ও কাব্যের অর্থ গ্রহণে সমর্থ এবং হিন্দু জ্ঞানরাশিপূর্ণ শাস্ত্র হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

আমরা যে বিষয়ই শিক্ষা করি না কেন মনঃসংযোগ করিতে শিক্ষা না করিলে আমাদের পক্ষে মনুষ্যনাম প্রাপ্ত হওয়া “বামন হইয়া চাঁদে হাত” দিবার স্থায় নিষ্ফল হইবে। আমাদের উন্নতিলাভের সকল চেষ্টাই ‘ভগ্নে স্বতালতির’ স্থায় হইবে। আমরা মৃত্যুর পর অনন্ত জলধিতে জলবুদ্বুদের স্থায় অসীম কাল সমুদ্রে মিশিয়া যাইব আমাদের নশ্বর দেহের স্মারক কোন কিছুই থাকিবে না।

শ্রীবামনচন্দ্র বসু

প্রথম শ্রেণী।

১৩৩৩।



গৌরব

—:0:—

স্কুল থেকে এসে একজন বন্ধুব একথানা চিঠি পেলাম তাহাতে লেখা ছিল “... বহু কষ্টে পিতামাতা আগার ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন, ঈশ্ববেচ্ছায় আমি তাঁহাদের প্রতি দানে সমর্থ, আমি পূর্ব গৌরবের অনুসরণে সক্ষম,” পড়ে— গৌরব কথাটা আমাকে বড় গাণ্ডাগালে ফেললো। ভাবতে বসলুম ‘গৌরব’ জিনিষটা কি ? সঙ্গে সঙ্গে সানুচর মোহ ও বিবেকের বিনাদ নৈশে গেল। মোহ চরেরা তিনজন তিনটা মত প্রকাশ করলো।

(১) যার টাকা কড়ি ছড়াছড়ি যাচ্ছে। চাকর চাকরানীর অভাব নেই। পলকেই শুকুম তামিল কিছু পেতে গাদাগ গাদায় ককির দলডায় হাজির, তাই গৌরব।

(২) লেখা পড়া শিখে যে একজন মস্তবড় পণ্ডিত হয়েছে, তাই গৌরব, কেন না গরীব ও লেখাপড়া শিখে সকলের নিকট পরিচিত হয়, মনে তাহাকে মানেন গনে।

(৩) যার খুব বাজবল আছে, তাই ঠিক গৌরব ধনী না ঈশ্বানীর গৌরব না থাকলেও জোরওয়ারকে দেশ দি দশ জানে বাজেই তারই গৌরব।

বিবেক মশাই তো এত সময় এসে টানি টিপি হাসছিলেন, লেখা পড়া বন্ধনেন তা বটে-ধনী ঈশ্বানী ও জোরওয়ারকে লোকে মানেন, মনে তা মানেন, শুধু লেখা মানেন, কাবণ ফন্দি আছে, টাকা আছে জোর আছে, দুনিয়া-তা এতে মানেন, কিন্তু তাই এই দুনিয়ার পবে এমন একটা জায়গা আছে, সেখানে বিনয়, টাকা জোর কিছুই থাকবে না। এক ধর্ম্মই সকলের উপরে উঠবে, ধনী যখন টাকা বিক্রি দেয় তখন তার নাম ; জোরওয়ার যখন দেশের জন্ত মরতে যায়, তখন তার নাম, ঈশ্বানী যখন ভাল মন্দ বুঝতে পাবে ভালর দিকে যায়, তখই তার নাম। মেয়েটন উপর দেখতে গেলে যার স্ত্রাব ভাল ধর্ম্মে-কর্ম্ম মতি আছে, তাই গৌরব। কাবণ সে নিজের দিকে চায় না, যা উচিত তা সে করবেই সুখেব দিন হউক, আর দুঃখেব দিনই হউক, সময়েই সে ঈশ্বরকে মনে রেখে কাজ করে যায়। ফল কি হ’বে না হ’বে, সে দিকে

একবার তাঁকাও না, সত্য কথা সত্য আচার সব সময়েই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকে, এই ভাবে যে মরতে পারে কি একাল, কি সেকাল সব কালেই তাঁর গৌরব।

হে বখীর ভ্রাতৃগণ! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি এ পৃথিবী কি প্রকাণ্ড! তুমি বা আমি যে পৃথিবীর কিয়দংশের অধিকার লইবার জন্য মোকদ্দমা করিয়া সর্ব-শাস্ত্র হই, নিজের সহোদর ভাইকেও পরম শত্রু করিয়া তুলি সেই পৃথিবীর কত যারগা পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ সেই সকল স্থানের পরিমাণ দূরের কথা সংখ্যা নির্ণয় করিতে ও সমর্থ নহে। তাই ভ্রাতৃবৃন্দ বুঝা কলহ করিয়া, ধর্মের ভাণ করিয়া অধর্ম করিও না। বিখ্যাত কবি সাদি (র) গোলেনস্তায় বলিয়াছেন—

যতনে যে দেহ শোভা করিছ বর্জন।

মাটি হলে সেই দেহ ত্যাজিলে জীবন ॥

এত শক্ত অস্ত্র সেও রবে না ত্রুণ।

বলিবারে তব কীর্তি খ্যাতি অগনন ॥

আছিরউদ্দিন আহম্মদ

২য় শ্রেণী।

চয়ন।

১। বিবেচনা না করিয়া কথা কহিওনা। তাড়াতাড়ি কথা বলা অন্তায়। উচ্চারণ সুপক্ট না হইলে কেহ তাহাতে মন দেয় না।

২। যেখানে দশজনে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন সেখানে ছুংখের কথা তুলিও না; অথবা যেখানে দশজনে ছুংখের কথা কহিতেছেন সেখানে হাস্ত পরিহাস করিও না।

৩। যেখানে দশজনে মিলিয়া কথোপকথন বা তর্কবিতর্ক করিতেছেন সেখানে যিনি যাহা বলেন তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিবে তখন পার্শ্বস্থ লোকের সহিত

বাক্যলাপ করিয়া শ্রোতাদিগের বিরক্তি জন্মাইও না। বক্তা তাহার নিজের মনের ভাব ভালরূপে প্রকাশ করিতে না পারিলেও তুমি অযাচিত ভাবে তাহার কানে কানে কথা কহিয়া সাহায্য করিতে যাইও না। বক্তার কথা শেষ না হইলে তাহাকে বাঁধা দিও না বা তাহার কথার উত্তর দিও না।

৪। প্রবীন ব্যক্তিদিগের সমক্ষে আকার ইঙ্গিতে বা কথা বার্তায় বাচালতা বা চপলতার পরিচয় দিও না। অশিক্ষিত লোকের নিকট ছুরুহ বিষয়ের আলোচনা করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইও না।

৫। কাহারও নিন্দাবাদ করিও না, নিন্দা বা প্রশংসা কোন কাজে তিলকে তাল করা বড় অত্যাচার।

৬। অপরের সমক্ষে কোন মানির কথা শুনিলে হঠাৎ তাহা বিশ্বাস করিও না।

৭। কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে পরামর্শ দিও না। পরামর্শ দিবার প্রয়োজন হইলে তাহা সংক্ষেপে দেওয়া উচিত।

৮। যেখানে দশজনে সমবেত লইয়া কোন কার্য বা পরামর্শ করেন, সেখানে হঠাৎ প্রবেশ করিও না। অগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখিবে তাঁহারা তোমার উপস্থিতি হেতু সম্মুখ বা বিরক্ত হয়েন কি না। বিরক্তির সম্ভাবনা হইলে সে স্থান ত্যাগ করিবে।

৯। অস্তুর গোপনীয় বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিও না। যাহারা গোপনে কথা কহিতেছেন তাহাদের নিকট যাইও না।

১০। লোক যে কারণেই বিপন্ন হউক না কেন বিপদের সময় কাহাকেও বিদ্রূপ করিও না। যদি শত্রুর বিপদ ঘটে তাহাতেও সুখ বোধ করিও না।

১১। নীচ বলিয়া কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিও না।

১২। গুরুত্বনে যদি তিরস্কার করেন তাহাতে বিরক্তি বোধ করিও না বা তাঁহার কথায় কথায় উত্তর দিও না। যদি কিছু বলিবার প্রয়োজন হয় নম্রভাবে বলিবে।

১৩। সকলের সহিত সম্ভাব রাখিবে। কুবাক্য বলিয়া কাহারও অন্তঃকরণে কষ্ট দিও না।

১৪। অতি বিশ্বাসীকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিও না।

১৫। বাহার সহিত তোমার অত্যন্ত মিত্রতা থাকে তিনি কি রকম কাজ করেন গোপনে তাহার বিচার করিবে।

১৬। নিজের সৎপথের অনুসরণ করিবে।

১৭। বিশ্বাস ঘাতকতা করিও না।

১৮। প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না, বা কলহ করিবে না।

শ্রীমতিলাল চক্রবর্তী

২য় শ্রেণী।

SCHOOL NOTES.

(i) Some change in the staff :—

The law of change has brought about some alteration in the staff of the school. Babu Ashutosh Mitra the Permanent Headmaster has taken leave for 3 years and Babu Khirode Chandra Sen B. A., late of the Bengal Educational Service and a reputed Headmaster has been appointed in his place. The vacancy caused by the resignation of the Asst. Headmaster who joined the local Bar a few months back, has been temporarily filled up by the senior teacher of Maths. of the school. Babus N. C. Sen and S. N. Chakrabarty two able graduates have also been taken in, in the vacancies consequent on the former incumbents' having recourse to some other professions. Babu Pramatha Nath Bhattacharji has been serving as the Head Pandit at the latter's unexpected death on the 6th Aug. last.

(ii) Unexpected demise of the Head Pandit :—

We regret to announce the sad and unexpected demise of our late lamented Head Pandit Babu Nibaran Chandra Kabyatirtha of revered memory who was snatched away from our midst on the 6th August last. May his soul rest in eternal peace in the bosom of the Almighty Father. We convey our hearty sympathy and condolence to the bereaved family.

(iii) Result of the last Matric. Examination :—

From our school 23 candidates sat for the last Matric. Examination of whom 17 came out successful,— 8. in the 1st, 8. in the 2nd, and 1 in the 3rd Divisions respectively.

(iv) Divisional Inspector's visit to the school :—

On the 10th of September last, Mr. Matloob Ahmed Khanchoudhuri M. A., the Divisional Inspector of schools, graced our institution with his auspicious visit. He was sanguine in praise of the school and of the services it has been rendering to the people of the town. He was lavish in favouring the school authority with his invaluable advice towards further progress and improvement of the institution.

(v) Non-renewal of the Govt. grant :—

The temporary sanction of the Govt. grant of Rs 100- a month to the school expired in March last. An application for its renewal has been made in due time but no information concerning the matter has yet reached the authority.

B. Game notes :—

There is a regular and capable Sporting Association of the school comprising of Babus S. C. Ghosh and N. C. Sen as the game secretary and the game master respectively and a captain. Under an able management of this Association, Football, Cricket, Hockey and Badminton are regularly played to suit the different seasons of the year. In the rainy season our boys chiefly indulge in Foot-ball games. This year, as usual, they were keenly alive in taking part in several Foot-ball competitions as a result of which they have creditably won 2 conspicuous trophies, namely, [1] The Shibdas Shield and [2] the S. C. Cup. Both the final competitions with the local Govt. school, were protracted and hard contested extending over 4 consecutive days.

C. School-Bank-notes :—

The School Co-operative Bank under a very able and efficient committee of management is steadily marching on to prosperity and progress. It does not only help the teachers of the school with easy and prompt loans but inspires in them the habit of thrift and co-operation. Many thanks are due to the Secretary. Babu P. C. Majumdar who has been ably and efficiently managing the affairs of the Bank.

Editor



